তারিখ ... 9 FEB 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধের রায় আপিল বিভাগেও বহাল

যুগান্তর রিপোর্ট

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়টির করা আবেদন খারিজ করে এ রায় দেন। আদালতে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও ব্যারিস্টার খায়রুল আলম চৌধুরী। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

রায়ের পরে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, এখন থেকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় নামে দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম চালাতে পারবে না। এটা অপরাপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও একটি বার্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মের ক্ষেত্রে আদালত অত্যন্ত কঠোর।

দু'বছর মেয়াদি কোর্স সম্পর্কে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, আপিল বিভাগ বলেছেন, দুই বছরের কোর্স তারা অনুমোদন করবেন না। তিন বছর অথবা চার বছর মেয়াদি কোর্সধারী হতে হবে। আমি বলেছিলাম, আইনজীবী হওয়ার বয়সসীমা ৩৫ বছর করতে। তবে এখনও পর্যন্ত আলাপ-আলোচনায় বোঝা গেছে তারা ৪০-এর পক্ষে। তিনি আরও বলেন, আপিল বিভাগ

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

বন্ধের রায় আপিল বিভাগেও বহাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আইনজীবী হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। যারা বিচার বিভাগ থেকে অবসর নিয়েছেন তাদের নিম্ন আদালতে আইন পেশায় অনুশীলনের সুযোগ আর থাকবে না। নিম্ন আদালতের বিচারকরা ইচ্ছা করলে শুধু হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। হাইকোর্ট থেকে যারা অবসরে যাবেন তারা শুধু আপিল বিভাগে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আর আপিল বিভাগ থেকে যারা অবসরে যাবেন তাদের প্র্যাকটিসের কোনো সুযোগ থাকবে না।

ব্যারিস্টার খায়রুল আলম চৌধুরী বলেছেন, আদালত বলেছেন ৪০ বছরের পর আইনজীবী হওয়া যাবে না। তা ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বছর মেয়াদি এলএলবি সনদধারীরা বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। আর জেলা জজ পর্যায় থেকে যারা অবসর নিয়েছেন তারা হাইকোর্ট বিভাগের নিচে অন্য কোনো আদালতে আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।

জানা গেছে, আইনজীবী হিসেবে বার কাউন্সিলের সনদ গ্রহণের পরীক্ষায় দুই বছরের সনদ নিয়ে জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা এক রিট আবেদনের দেয়া রায়ে ২০১৬ সালের ২৫ জুলাই এলএলবি কোর্স সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। এ রায়ের পরদিন ২৬ জুলাই দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়ে পরিপত্র জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর রায়ের বিরুদ্ধে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় আপিল করে। এ আপিলের শুনানি শেষে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিল খারিজ করেন আপিল বিভাগ।